এফবিসিসিআই সভাপতি আনিসুল হক

কালো টাকা প্রশ্নে বিতর্কিত এফবিসিসিআই

■ *একা হয়ে গেছেন আনিসুল হক*

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) সভাপতি আনিসুল হকের সাম্প্রতিক সময়ের কর্মকাণ্ডে ব্যবসায়ী সমাজসহ সাধারণের মনে প্রশ্ন উঠেছে-এফবিসিসিআই কার? ব্যবসায়ীদের নাকি অন্য কারোর?

জানা গেছে, পৌনে তিনশ' ব্যবসায়ী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত এফবিসিসিআই। এর মধ্যে চেম্বার সংগঠন হলো ৬৬টি এবং এসোসিয়েশন হলো ২০৯টি। এ পৌনে তিনশ' সংগঠনের প্রায় দেড় হাজার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এফবিসিসি আইয়ের ভোটার। এ কারণে এফবিসিসিআইকে বলা হয় ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন। এ সংগঠনের দায়িত্ব মূলত ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

ব্যবসায়ীদের যে কোনো প্রকার আপদ-বিপদ সমাধান হয় এ সংগঠনের মাধ্যমে। আবার তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে উত্থাপন হয় এ সংগঠনের মাধ্যমে। এ সংগঠনের যে কোনো দাবি-দাওয়ায় প্রতিফলিত হয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। তাই এফবিসিসিআই থেকে যে কোনো দাবি সরকারের কাছে উত্থাপনের আগে ব্যবসায়ী নেতাদের মতামত নেয়া হয়।

প্রতিবছর বাজেটের আগে এফবিসিসিআই থেকে বিভিন্ন সংগঠনের দাবি-দাওয়া চাওয়া হয়। দেশীয় শিল্পকে রক্ষায় কোন শিল্পের ওপর কর আরোপ করতে হবে, কোন শিল্প বা পণ্যের ওপর কর রহিত করা হবে সেসব মতামত নিয়ে সমন্বয় করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংগঠনের মতামত সম্বলিত সমন্বিত রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কাছে উত্থাপন করা হয়। এ নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অর্থমন্ত্রীর সাথে তাদের একাধিক বৈঠক করতে হয়।

আবার বাজেট পেশের পর ব্যবসায়ীদের দাবি-দাওয়া কতটুকু বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে তা নিয়ে ব্যবসায়ীরা এফবিসিসিআইয়ের কাছে তাদের মতামত জানান। ওই সব মতামত

সমন্বয় করে সংশোধিত বাজেটের জন্য আরেকটি প্রস্তাব বাজেট পাসের আগেই এফবিসিসিআই থেকে সরকারের কাছে উত্থাপন করা হয়।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে ১ জুলাই ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০১২ সাল পর্যন্ত (তিন বছর) কতিপয় নতুন শিল্প অথবা এই শিল্পের মেরামত, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে এবং ভৌত অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগকৃত অপ্রদর্শিত অর্থের (কালো টাকা) ওপর ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। একই সাথে পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানির শেয়ার □য়ে বিনিয়োগ করা হলে বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান করা সাপেক্ষে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

বাজেট পেশের দিন থেকেই তিন বছর মেয়াদে কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ মানুষ তাদের মতামত প্রকাশ করতে থাকে। তারা অভিযোগ করে, বৈধ আয়করদাতাদের যেখানে প্রকার ভেদে ১০ থেকে ২৫ শতাংশ কর দিয়ে তাদের আয় বৈধ করতে হয়, সেখানে অপ্রদর্শিত আয়কারীদের মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এটি বৈধ আয়কারীদের প্রতি একটি অন্যায় আচরণ। এর ফলে বৈধ আয়কারীরা কর দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ মেয়াদে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হলে তা দুর্নীতির বিস্তার ঘটাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

প্রস্তাবিত বাজেটের বিষয়ে গত ১৪ জুন বিজিএমইএ আয়োজিত এক জরুরী সংবাদ সম্মেলনে কালো টাকা সাদা করার বিষয়ে সরকারের কড়া সমালোচনা করা হয়। সংগঠনের সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী ওই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানান, 'বিনিয়োগের জন্য কালো টাকা সাদাকরণের প্রস্তাবনাকে আমরা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় হিসেবে বিবেচনা করি এবং এটা প্রকৃত করদাতাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ বলে মনে করি। অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হলে সহজেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।'

বাজেট প্রস্তাবের পর ১১টি সংগঠন কালো টাকা সাদা করার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেয়। সংগঠনগুলো হলো- ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশ (আইসিসিবি), মেট্রোপলিটন চেম্বার, ঢাকা চেম্বার, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নীট ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ), ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি), ব্যাংকারদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি), ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশন এবং এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন।

দেশের ব্যবসায়ী সংগঠন যেখানে কালো টাকা সাদা করার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে ওই সময় গত ২৩ জুন এফবিসিসিআই সভাপতি আনিসুল হক কালো টাকা সাদা করার সুযোগ ৫ বছরের জন্য স্থায়ী করতে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন। এনবিআর চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদের সাথে সাক্ষাত করে এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এ সুপারিশ করা হয়।

এফবিসিসিআই থেকে এ সুপারিশ করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন স্বয়ং এফবিসিসিআইয়ের কয়েকজন পরিচালক। তাদের মতে অপ্রদর্শিত আয় ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে বৈধ করার সুযোগ দেয়ার বিপরীতে যেখানে ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ সোচ্চার, অনেকটা চাপে পড়ে সরকার যেখানে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে– ওই সময় এফবিসিসিআই সভাপতি কীভাবে ৫ বছরের জন্য এ সুযোগ চেয়েছেন তা তাদের জানা নেই। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, এফবিসিসিআই ব্যবসায়ীদের সংগঠন নাকি অন্য কারো দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন, এটা এফবিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত নয়, এটা সভাপতি আনিসুল হকের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

গত ২৪ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে এ নিয়ে এফবিসিসিআই সভাপতি অনেকটা নাস্তানুবাদ হন। অনেককেই প্রশ্ন করতে দেখা যায়, এফবিসিসিআই কাদের সংগঠন। ব্যবসায়ীদের নাকি অন্য কারোর। কেননা ব্যবসায়ীদের দাবি উপেক্ষা করে আনিস সাহেব কার স্বার্থে সরকারের কাছে এ প্রস্তাব দিলেন তা কারো বোধগম্য নয়।

ব্যবসায়ীরা কেন কালো টাকার বিপক্ষে

যে টাকার ওপর কর দেয়া হয় না ওই টাকাই কালো টাকা। এ টাকা একজন সন্ত্রাসীর হতে পারে, চোরাকারবারীর আয় হতে পারে, ঘুষখোরের ঘুষ থেকে আয় হতে পারে অথবা বৈধভাবে আয়কারীর হতে পারে। প্রচলিত বিধান অনুযায়ী একজন সৎ ব্যবসায়ী তার সম্পদের ওপর ২৫ শতাংশ কর দিয়ে আসছেন। যে কোনো প্রকার বিনিয়োগ করার আগে তিনি এই কর দিচ্ছেন। যেমন একজন ব্যবসায়ী ২৫ শতাংশ কর দিয়ে একটি পোল্ট্রি শিল্প চালু করছেন। অপরদিকে একজন কালো টাকার মালিক মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে পাশাপাশি পোল্ট্রি শিল্প চালু করছেন। ২৫ শতাংশ কর দিয়ে যে ব্যক্তি শিল্প করছেন ওই ব্যক্তি ১০ শতাংশ কর দিয়ে শিল্প চালু করা ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবেন না। কেননা সৎ উদ্যোক্তা প্রথমেই ১৫ শতাংশ পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে যিনি সৎভাবে ব্যবসা করছেন ওই ব্যক্তি কর ফাঁকি দেয়ার ফাঁক খুঁজবেন। কেননা তিনি মনে করছেন কর ফাঁকি দিয়ে আয় করলে পরের বছর ১০ শতাংশ কর দিয়ে টাকা সাদা করা যাবে। এ কারণে সৎ ব্যবসায়ীরা কালো টাকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকেন।

এফবিসিসিআই সভাপতি কেন অবৈধ টাকার পক্ষ নিয়েছেন

অনেকেই মনে করছেন তিনি সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির পক্ষে অবস্থান নিতে গিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২৪ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবে ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই সভাপতি সাংবাদিকদের জানান, যে সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে ওই সব ক্ষেত্রে তিনি অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তার বক্তব্যের জবাবে উপস্থিত একজন এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক বলেন, যিনি ২৫ শতাংশ হারে কর দিয়ে বিনিয়োগ করবেন তিনি কি অন্যায় করছেন। যদি কালো টাকার মালিকদের বিনিয়োগের সুযোগই দিতে হয়, তাহলে তাকে ২৫ শতাংশ কর দিতে বলা হলো না কেন। ওই ব্যবসায়ী জানান, যেখানে বিদ্যমান শিল্প-কারখানায় সরকার বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ দিতে পারছে না, সেখানে নতুন বিনিয়োগ বাড়িয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ করবে।

একনায়কতন্ত্র কায়েম করার অভিযোগ

আনিসুল হক এফবিসিসিআইয়ে একনায়কতন্ত্র কায়েম করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ করে জনৈক ব্যবসায়ী বলেন, তিনি অনেক বিষয়েই একাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কারো সাথে আলোচনা করা বা মতামত নেয়ার প্রয়োজন মনে করছেন না। তা না হলে যেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন বিরোধিতা করছে, সেখানে তিনি কালো টাকার পক্ষে অবস্থান নেন কি করে। ওই ব্যবসায়ী জানান, যেখানে কালো টাকা সাদা করার প্রশ্নে সর্বমহলে বিতর্ক উঠেছে, যেখানে ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত এ বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে– এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এফবিসিসিআই'র সভাপতি কার স্বার্থে ওই বিধান ৫ বছর স্থায়ী করার সুপারিশ করেছেন তা কারো বোধগম্য নয়। অপর এক পরিচালক জানান, অনেক ক্ষেত্রেই এফবিসিসিআই'র সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সভাপতি পরিচালকদের মতামত নিচ্ছেন না। এতে ব্যবসায়ীদের এ শীর্ষ সংগঠনটিতে একনায়কতন্ত্র কায়েম হওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। আর এটা হলে কারো জন্যই সুখকর হবে না। সংগঠনটি হারাবে তার অতীত ঐতিহ্য।

একা হয়ে গেছেন আনিসুল হক

এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচনের আগে যারা আনিসুল হকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, যারা তার এফবিসিসিআইয়ে নির্বাচন করার উৎসাহ যুগিয়েছেন, তারা আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছেন। এক সময়ের তার ঘনিষ্ঠ এমন এক বন্ধু এ প্রতিবেদককে জানান, আনিসুল হকের সাথে থাকলে ভবিষ্যতে এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচনে পাস করা যাবে না। কেননা তিনি অনেক ক্ষেত্রে তার মনগড়া সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, যা ব্যবসায়ীদের স্বার্থের হানি হচ্ছে। এটা ব্যবসায়ী সমাজ ভাল ভাবে নিচ্ছেন না। অপর এক ব্যবসায়ী জানান, যেখানে যৌথভাবে ১১টি প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সংগঠন কালো টাকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, সেখানে কালো টাকার পক্ষে কথা বলা ব্যবসায়ীদের স্বার্থের পরিপন্থি। আনিসুল হকের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রে জানা গেছে, একা হয়ে গেছেন আনিসুল হক। অনেককেই আর তার সাথে মিশতে দেখেন না। অনেকেই এফবিসিসিআইয়ে আসা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন।

- বিশেষ প্রতিবেদক